দৈনিক বাংলা

তারিখ 13 SEP 1994 পৃষ্ঠা 2 কলাম 3

22/

07

পরীক্ষার আশাব্যঞ্জক ফল

ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের এসএসসি পরীক্ষার যে ফলাফল ঘোষিত হয়েছে তাতে পাসের হার শতকরা ৬৭ দশমিক ৫৮ ভাগ এবং তা অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক ও প্রশংসনীয়। গত কয়েক বছর ধরে দেশের শিক্ষা-ক্ষেত্রে এবং শিক্ষাঙ্গনে যে পরিস্থিতি বিরাজমান, যে সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা ও অস্থিরতার মধ্যে দিয়ে শিক্ষার্থীদের অতিক্রম করে আসতে হয়েছে, তার বাস্তবতার প্রেক্ষিতে দেখলে ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের সদ্য প্রকাশিত এসএসসি পরীক্ষার ফল ও পাসের হারকে শুধু সন্তোষজনক এবং আশা-ব্যঞ্জকই নয়, ব্যতিক্রমী ও অনুপ্রেরণাদায়কও বলতে হবে। কেননা, পাসের হার ৬৭ শতাংশ সাম্প্রতিক কয়েক বছরে মধ্যে যেমন ব্যতিক্রমী, তেমনি পরীক্ষায় ব্যাপক নকল ও বিপুলসংখ্যক ফেলের এবং উত্তীর্ণের হারের অবিশ্বাস্য রকম নিম্নগামিতার দুঃখজনক ইতিহাসের পরিমাপে দেখলে, গত মে মাসে অনুষ্ঠিত আলোচ্য এসএসসি পরীক্ষার ফল অভিনন্দনীয় বলতেই হবে। বিভিন্ন বোর্ডের কোনো কোনো পরীক্ষায় শতকরা ১০/১২ জন কিংবা কিছু বেশি উত্তীর্ণ হওয়ার ইতিহাসও এ প্রসঙ্গে ভুললে চলবেনা।

দেশে জনসংখ্যা বাড়ছে এবং সেই সঙ্গে বাড়ছে শিক্ষার্থী ও পরীক্ষার্থীর সংখ্যা। দেশের চারটি শিক্ষা বোর্ডের এসএসসি পরীক্ষার্থীর সংখ্যাও বিপুল। ঢাকা বোর্ডের আলোচ্য এসএসসি পরীক্ষায়ই ১ লাখ ৪৮ হাজার ৩ জন পরীক্ষার্থী অংশ গ্রহণ করে। তাদের মধ্যে বিভিন্ন বিভাগে পাস করেছে ১ লাখ ২৭ জন। উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীদের মধ্যে প্রথম বিভাগ পেয়েছেন ১৯ হাজার ২৩ জন, দ্বিতীয় বিভাগ পেয়েছেন ৪৫ হাজার ৪৫৬ জন এবং তৃতীয় বিভাগ পেয়েছেন ৩৫ হাজার ৫৪৮ জন। এই তথ্য-পরিসংখ্যানেও একটি আশাব্যঞ্জক ও প্রশংসনীয় দিক প্রতিফলিত, আর তা হলো তৃতীয় বিভাগের তুলনায় দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণের সংখ্যাধিক্য এবং প্রথম বিভাগেও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শিক্ষার্থীর উত্তীর্ণ হওয়ার ঘটনা। আরো উল্লেখযোগ্য, আশাব্যঞ্জক ও প্রশংসনীয় ব্যাপার হলো বিভিন্ন গ্রুপে যারা কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হয়েছেন এবং যারা সম্মিলিত মেধা-তালিকায় এবং স্বতন্ত্রভাবে গ্রুপওয়ারী মেধা-তালিকায়ও শীর্ষস্থান ও প্রথম দশের মধ্যে স্থান করে নিয়েছেন, তারা অনেকে তো রেকর্ড মার্ক পেয়েছেনই, সাধারণভাবেও প্রাপ্ত মোট নম্বর বেশ উল্লেখযোগ্য। -ক্ষেত্রে বছরের পর বছর ধরে শিক্ষাক্ষেত্রে ও শিক্ষাঙ্গনে প্রতিকূল পরিবেশ বিরাজ করে আসছে, সন্ত্রাস ও অন্যান্য কারণে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রায়ই বন্ধ থাকা, পড়াশোনা না করা এবং নকলের সাহায্যে উত্তীর্ণ হওয়াই যেখানে প্রধান প্রবণতা, শিক্ষার্থীরা মনোযোগ দিয়ে পড়েনা, শিক্ষকরা যথাযথভাবে পড়ান না বলে ব্যাপক অভিযোগ রয়েছে, সে ক্ষেত্রে ঢাকা বোর্ডের আলোচ্য এসএসসি পরীক্ষার ফল অনেকটা ব্যতিক্রমী চিত্র তুলে ধরে বৈকি। তবে এ কথা সত্য যে, অধ্যয়ন ও পরীক্ষায় কৃতিত্ব অর্জন এবং সম্মানের সাথে উত্তীর্ণ হওয়ার ব্যাপারটা শিক্ষার্থী, শিক্ষক, শিক্ষাঙ্গন এবং পারিবারিক পরিবেশের ওপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল। শিক্ষার্থী মেধাবী ও পড়াশোনায় মনোযোগী হলে, শিক্ষাঙ্গনে পড়াশোনার পরিবেশ থাকলে, শিক্ষকরা নিষ্ঠা ও যত্নের সঙ্গে পড়ালে, গৃহে সযত্ন পরিচর্যা ও পৃষ্ঠপোষকতা পেলে তবেই পরীক্ষায় সাফল্য এবং কাঙ্ক্ষিত ফল মেলে। তবে মেধাবীদেরও প্রাইভেট শিক্ষকের ওপর অনেকক্ষেত্রেই নির্ভর করতে হয়, এবং এই নির্ভরশীলতা কারো কারো ক্ষেত্রে এমন যে তা স্কুলের শিক্ষা ও শিক্ষার্থীর মেধাই প্রশ্নসাপেক্ষ করে তোলে।

ঢাকা বোর্ডের আলোচ্য এসএসসি পরীক্ষায়ও যারা সর্বাধিক কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছে, প্রশংসনীয় সাফল্য অর্জন করেছে, তারা অধি-কাংশই মীর্জাপুর ক্যাডেট কলেজ ও ময়মনসিংহ গার্লস ক্যাডেট কলেজের ছাত্র-ছাত্রী, এবং শিক্ষাঙ্গনে ও গৃহে তারা তুলনা-মূলকভাবে অনেক বেশি অনুকূল পরিবেশ, সঠিক ও সযত্ন শিক্ষা এবং পরিচর্যা পেয়েছে। মেধার সঙ্গে এসবের সংযোগের ফলে অর্জিত হয়েছে কৃতিত্বপূর্ণ সাফল্য। কিন্তু এই রাজধানী নগরী এবং অন্যান্য এলাকার অনেক পুরনো, ঐতিহ্যবাহী এবং বিখ্যাত স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরাও যে এবার তেমন কৃতিত্বপূর্ণ সাফল্যের পরিচয় দিতে পারেনি, তার মূলগত কারণও তলিয়ে দেখা দরকার। শিক্ষা ও শিক্ষাঙ্গনের অবস্থা, অস্থির ও প্রতিকূল পরিবেশ এর জন্য কতটা দায়ী তাও নির্ণিত হওয়া আবশ্যক। আমরা আলোচ্য পরীক্ষায় কৃতিত্বের অধিকারী এবং উত্তীর্ণ সবাইকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই, কামনা করি তাদের উজ্জ্বলতর ও সমৃদ্ধ ভবিষ্যত।